সিলিকন ভ্যালির চূড়োয় পৌঁছাতে

শামীম আখতার তুষার

এশীয় দেশগুলোর প্রতিযোগিতা

এশিয়ার সিলিকন ভ্যালি। তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বের এই সম্মানজনক অবস্থানটি দখলের জন্য তুমুল প্রতিযোগিতায় নেমেছে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। মাল্টিমিডিয়া এবং তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন খাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নানা ধরনের হাব (Hub)। হংকং-এর রিজিওনাল টেলিকম হাব, সিঙ্গাপুরের ইলেকট্রনিক কমার্স হাব, ভারতের ব্যাঙ্গালোরে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হাব এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিযোগীদের তালিকায় আরো কয়েকটি সম্ভাবনাময় নাম রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং চীন তাদের অন্যতম। হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে তাইওয়ান ইতোমধ্যেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর মালয়েশিয়ার কথাতো বলাই বাহুল্য। মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এটি নিজেকে এশিয়ার এবং গোটা বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তি জগতের সফল স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে।

এশিয়ার তথ্য প্রযুক্তি দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান মজবুত করছে সে সম্পর্কে পাঠকদের আমরা এবারে ধারণা দেবার চেষ্টা করবো।

থাইল্যান্ড

তথ্য প্রযুক্তি দৌড়ে থাইল্যান্ড কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে তার অর্থনৈতিক মন্দার কারণে। ব্যাংককের উপকণ্ঠে 'আলফা টেকনোপলিস' নামে একটি তথ্য প্রযুক্তি নগরী স্থাপনের পরিকল্পনা ছিলো তাদের। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় সে পরিকল্পনায় বাধা পড়ছে। বিদেশীদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে নগরী নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আলফাটেক ইলেকট্রনিক্স। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অর্থনীতির দিগন্তে নতুন সূর্য না ওঠা পর্যন্ত থাইল্যান্ডের তথ্য প্রযুক্তি পরিকল্পনা অন্ধকারেই ডুবে থাকবে।

ফিলিপাইন

রাজধানী শহর ম্যানিলার অদূরেই একটি বৃহৎ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দুটো বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে। এছাড়া ফোর্ট বোনাফিসিও-তে আরেকটি তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেও থামিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে ফিলিপিনো সরকার। কারণটা থাইল্যান্ডের মতোই— অর্থনৈতিক অক্ষমতা।

তাইওয়ান

দ্বীপের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সিনচু (Hsinchu) নামের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কটি ইতোমধ্যেই হার্ডওয়্যার শিল্পে তাইওয়ানের অগ্রযাত্রার প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে (বিস্তারিত জানতে এ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে তাইওয়ান উন্নতির শিখরে' লেখাটি পড়ুন)। সিনচু পার্ক-এর এই বিশাল সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েই তাইওয়ানের দক্ষিণ প্রান্তে আরেকটি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জোরেশোরে এগিয়ে চলছে কাজ, তবে উৎপাদনে যেতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

মালয়েশিয়া

সম্প্রতি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদ উদ্বোধন করেছেন মালয়েশিয়ার তথ্য প্রযুক্তি যুগের এক মাইলফলক— মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর। রাজধানী কুয়ালালামপুরের দক্ষিণে অবস্থিত ৭৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই সুপার করিডোর আয়তনের দিক থেকে সিঙ্গাপুরের চাইতেও বড়। ভিডিও, ভয়েস এবং ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য হাই-স্পীড সিস্টেম স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিয়ে মালয়েশিয়ান সরকার দেশী বিদেশী তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে এই সুপার করিডোরে বিনিয়োগের জন্য আকৃষ্ট করতে চাচ্ছে।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের অসংখ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়ের ভেতরে একটি হলো (অপরগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ুন) ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়া। প্রতি বছর এখান থেকে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি বেরিয়ে এসে সরাসরি কাজে যোগ দেবে।

তবে মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের ভৌত ও প্রাযুক্তিক কাঠামো তৈরি করেই কেবল বসে নেই মালয়েশিয়ান সরকার। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করছে তারা অক্লান্তভাবে। অর্থমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে অন্তরীণ করার পর মালয়েশিয়ায় যে অর্থনৈতিক মন্দার লক্ষণ দেখা দিয়েছিলো, ডা. মাহাথিরের দূরদর্শী পদক্ষেপের কারণে তার প্রায় পুরোটাই কেটে গেছে এখন। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয়েছে ডা. মাহাথিরের তথ্য প্রযুক্তির প্রতি আকর্ষণ ও স্বচ্ছ ধারণার বাড়তি সুবিধা। বস্তুতঃ গত দু'বছর ধরে স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে নানাভাবে সরকারের তরফ থেকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে শক্তিশালী তথ্য প্রযুক্তিখাত কিভাবে দ্রুতগতিতে অর্থনীতিতে জোয়ার আনতে পারে। এতোদিন পরে সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফলাফল পাওয়া গেছে। ব্যবসায়ীরা অনেকেই এখন স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্নখাতে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছেন।

তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর কাজের সুবিধার জন্য মালয়েশিয়ান সরকার যে আরেকটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে তা হলো— বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মালয়েশিয়ায় কাজ করতে আসার পদ্ধতিগত জটিলতা একেবারেই দূর করে ফেলা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় কর্মরত কোন বিদেশী কোম্পানি এখন চাইলেই বিদেশ থেকে যেকোন যোগ্য ব্যক্তিকে কাজের জন্য মালয়েশিয়ায় আনতে পারে, ওয়ার্ক পারমিট— ভিসা জোগাড়ের জন্য সময় দরকার হয় মাত্র ৪৮ ঘন্টা। সেই একই ধরনের কাজের জন্য একই যোগ্যতার একজন ব্যক্তির ওয়ার্কপারমিট ও শর্ট-টার্ম ভিসা জোগাড় করতে হংকং-এ সময় লাগে অন্ততঃ কয়েক মাস।

তবে এতোকিছুর পরও মালয়েশিয়াতে তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো কিছু পুরানো ধ্যানধারণা ও পদ্ধতিগত জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেই। যেমনটি ঘটছে আইপিও (ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং)-এর মাধ্যমে জনগণের কাছে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে মূলধন জোগাড়ের সময়। মূলধন সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশী-বিদেশী তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে যেন স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্তিসহ অন্যান্য কাজে কোন ঝামেলায় পড়তে না হয় সেজন্য মালয়েশিয়ান সরকার 'মেসড্যাক (Mesdaq)' নামের আলাদা একটা নতুন স্টকমার্কেটই খুলে দিয়েছে। তবে এই স্টকমার্কেট যে খুব একটা সাড়া জাগাতে পেরেছে তা নয়। জানা গেছে এ পর্যন্ত একটিমাত্র কোম্পানি নাম লিখিয়েছে মেসড্যাক-এর তালিকায় এবং ভবিষ্যতের শেয়ার হোল্ডারদের কাছে কোম্পানির উদ্দেশ্য, ব্যবসার ক্ষেত্র ও ব্যবসা-পদ্ধতি বোঝাতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে সে কোম্পানির উদ্যোক্তাদের।

চীন

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ঝংওয়ান-কুন শহরে নির্মিত হাইটেক স্থাপনাটিকে হাইটেক নগরীতে রূপান্তর করার জন্য বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সরকার সহায়তা চেয়েছে। চীনের পরিকল্পনা সফল হলে, ঝংওয়ান-কুন নগরীতে ৩৬০ কোটি ডলারের বিদেশী বিনিয়োগ ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত

ব্যাঙ্গালোরকে সবাই জানে ভারতের সিলিকন ভ্যালি হিসেবে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে প্রায় ১,৭০০ তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা। এগুলোর ভেতরে মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে কম্প্যাক, সনি, স্যামসাং পর্যন্ত রয়েছে।

আরো হাজারখানেক তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অপেক্ষমান রয়েছে ব্যাঙ্গালোরে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করার জন্য। এ সমস্ত উদ্যোক্তাদের স্থান সংকুলান করে দেয়ার জন্যই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোটামুটি ৫০০ একর জমির ওপর একটি 'তথ্য প্রযুক্তি মহানগরী' গড়ে তোলার। শুধু তাই নয়, এই মহানগরীর মেয়র বা নগরপিতা নির্বাচন করা হবে নগরীতে বসবাসকারী সফটওয়্যার প্রফেশনালদের মধ্য থেকেই।

দক্ষিণ কোরিয়া

দেশটির পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত ইনচন সিটিতে 'মিডিয়া ভ্যালি' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তারা আশা করছে এটি শীঘ্রই একটি সফল রিজিওনাল হাব হিসেবে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে।

মিডিয়া ভ্যালি তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মিডিয়া ভ্যালি ইন্‌ক. নামের একটি কনসোর্টিয়ামের ওপর। এই কনসোর্টিয়ামে আছে মোট ৫২টি প্রতিষ্ঠান, যেটিতে ইন্টেলসহ আরও চারটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছর নাগাদ শেষ হবে মিডিয়া ভ্যালি তৈরির সমস্ত কাজ। আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে গোটা প্রকল্প সম্পাদনে এবং প্রায় ৬৪০টি তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রমের দপ্তর স্থাপন করবে এখানে।

হংকং

'সাইবার পোর্ট' নামের হাইটেক বিল্ডিং কমপ্লেক্সকে পুঁজি করে এশিয়ার তথ্য প্রযুক্তি দৌড়ে অংশ নিয়েছে হংকং। বিস্ময় এবং আশঙ্কার ব্যাপার হলো, সাইবার পোর্ট নির্মাণের মূল আইডিয়া এবং এর নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি হলেন এমন একজন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপারে যার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পূর্ব অভিজ্ঞতাই নেই। তবুও হংকং সরকার তার ওপরই ন্যস্ত করেছে তাদের স্বপ্ন রূপায়নের দায়িত্ব। কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য একটু পেছনে তাকাতে হবে। হংকং-এর 'বিলিওনিয়ার বিস্তার' হিসেবে পরিচিত লি কা-শিং এর পুত্র রিচার্ড লি পেয়েছেন সাইবার পোর্ট নির্মাণের গুরুদায়িত্ব। রিচার্ড লি-এর অতীত ইতিহাস অনুসারে, মাত্র ২০ বছর বয়সেই তিনি এশিয়ার বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের কাছে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে হাইটেক বিনোদন পৌঁছে দেয়ার লাভজনক ব্যবসার সম্ভাবনা বুঝতে পারেন এবং তৈরি করেন মাল্টিচ্যানেল ক্যাবল প্রোগ্রাম — স্টার টিভি। পরবর্তীতে মার্কিন মিডিয়া মোগল রূপার্ট মারডকের কাছে ৪০ কোটি ডলারের বিনিময়ে স্টার টিভির স্বত্ব

বিক্রি করেন লি। তৈরি করেন নতুন ব্যবসায়িক সংস্থা প্যাসিফিক কনভার্জেন্স, যার ৪০% শেয়ারের মালিক হলো বিশ্বখ্যাত মাইক্রোপ্রসেসর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইন্টেল। ইন্টেলকে সাথে নিয়ে রিচার্ড লি এবারে এশিয়ার জনসাধারণের কাছে উপগ্রহ ও ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও ভিডিও সার্ভিস পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা করছেন।

এই ইন্টারনেট-ডেলিভারি প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে গিয়েই লি অনুভব করেন একটি স্থায়ী, হাইটেক ঠিকানার প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী একটি টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই হাইটেক পার্কের পুরো পরিকল্পনাটি তিনি পাঠিয়ে দেন হংকং সরকারের কাছে— অনুমোদন ও সহায়তার আশায়।

এদিকে হংকং সরকারও অনেক দিন ধরেই খুঁজছিলো এমন একজন সাহসী উদ্যোক্তা ও দূরদর্শী প্রকল্প, যার ওপর নির্ভর করে হংকং নিজের স্থান করে নিতে পারবে এশীয় তথ্য প্রযুক্তিখাতের শক্তিমানদের দলে। রিচার্ড লি-এর প্রস্তাবে ছিলো সেই দূরদর্শীতার ছাপ। কালবিলম্ব না করে হংকং সরকার তাকে অনুমোদন প্রদান করে এবং প্রায় ৬০০ কোটি হংকং ডলার সমমূল্যের ২৬ একর জমি তাকে বুঝিয়ে দেয়।

হংকং-এর মূল বাণিজ্যিক অঞ্চলগুলো থেকে একটু দূরে পোকফুলাম নামক স্থানের টেলিগ্রাফ বে'র তীর ঘেঁষে গড়ে উঠবে এই ইন্টেলিজেন্ট বিল্ডিং কমপ্লেক্স। ২৬ একরের ভেতরে ১ লক্ষ ২৮ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হবে বাণিজ্যিক উৎপাদন কেন্দ্র আর রিচার্ড লি-এর মালিকানাধীন প্যাসিফিক গ্রুপ তাদের তহবিল থেকে ৭০০ কোটি হংকং ডলার ব্যয় করে নির্মাণ করবে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গমিটার এলকাব্যাপী বিশাল হাউজিং কমপ্লেক্স। এই অত্যাধুনিক হাউজিং কমপ্লেক্স সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়েই লাভ তুলে আনবের লি, সাথে পুরো সাইবার পোর্টের ম্যানেজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করার বাড়তি চুক্তিতো আছেই।

কি থাকবে এই সাইবার পোর্টে? স্ট্রাকচারড্ ক্যাবলিং, ব্যাকবোন অপটিক্যাল এবং কো এক্সিয়াল ক্যাবলিং, আধুনিক কমিউনিকেশন আউটলেট, ফিন্যানশিয়াল ডাটা এবং ইনফরমেশন ডাটাবেজ একসেস-সুবিধা, ওয়াইডব্যান্ড ল্যান কানেকশন, মোবাইল ও পেজিং সার্ভিস, সেন্ট্রালাইজড্ ইউপিএস এবং আরো ছোট-বড় অসংখ্য সুযোগ সুবিধা।

যে প্রাযুক্তিক অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে সাইবার পোর্টে, তাতে অন্ততঃ ৩০টা বড় ধরনের তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও প্রায় ১০০টি ছোট কোম্পানি অনায়াসে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। সরকার আশা করছে, সাইবার পোর্টের সুযোগ-সুবিধায় আকৃষ্ট হয়ে আন্তর্জাতিক হাইটেক কোম্পানিগুলো এখানে অফিস খুলবে, হংকং-এ ডিজিটাল টেকনোলজি শিল্পের সূত্রপাত ঘটবে, আগামী দিনের ইলেকট্রনিক বিজনেস কাঠামোতে হংকং-এর দেশী কোম্পানিগুলোও ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করবে।

হংকং সরকারের এ স্বপ্ন ইতোমধ্যেই সফল হবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এইচপি, হুয়া ওয়েই টেকনোলজিস, ওরাকল, সফটব্যাংক, প্যাসিফিক কনভারজেন্স করপোরেশন, সাইবেজ, আইবিএম, ইয়াহু, সান মাইক্রোসিস্টেমস্ এবং মাইক্রোসফটের মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানিগুলো সাইবার পোর্টে তাদের দফতর ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন করেছে।

তারপরও সাইবার পোর্টকে ঘিরে হংকংবাসী এবং রিচার্ড লি'র স্বপ্ন এখনো কিছুটা সংশয়াচ্ছন্নই রয়ে গেছে। ওপরে ওপরে রিচার্ড লি অবশ্য সাইবার পোর্টকে নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। 'দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলো কি আদৌ আসবে সাইবার পোর্টে'?— এ প্রশ্নের জবাবে আত্মবিশ্বাসী ঢঙে তিনি জানিয়েছেন— 'কেন আসবে না? যদি চীনের মতো এতো বড় একটা দেশ পাশে থাকে, যদি উন্নত বিশ্বের মতো উঁচুমানের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন কার্যকর থাকে, যদি উৎপাদনের পরিবেশ এমন হয় যে, সেটি এশিয়ার চাইতে ক্যালিফোর্নিয়ার সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ অথচ তা হংকং-এর কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র ২০ মিনিটের পথ— তাহলে সেখানে দেশী-বিদেশী কোম্পানি কেন আসবে না সেটাই তো বরং জিজ্ঞাসার ব্যাপার'।

সময়ই বলে দেবে এসব প্রশ্ন আর ভবিষ্যতবাণীর উত্তর।

সিঙ্গাপুর

এ বছর শেষ হবার আগেই গোটা সিঙ্গাপুর দ্বীপটাকে হাই-ক্যাপাসিটি ক্যাবল সিস্টেমের আওতাভুক্ত করা হবে। ক্যাবল টিভি, ই-কমার্স এবং অন্যান্য মাল্টিমিডিয়া এপ্লিকেশন সিঙ্গাপুরের প্রতিটি বাড়ি এবং অফিসে পৌঁছে দেয়া হবে এই ক্যাবল সিস্টেমের মাধ্যমে।

এছাড়াও দ্বীপের দক্ষিণে বাউনা ভিসটা নামক এলাকায় নিজস্ব সিলিকন ভ্যালি গড়ে তুলছে সিঙ্গাপুর সরকার। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য আলাদা আলাদা স্থাপনা থাকবে এখানে। সিঙ্গাপুর সরকার আশা করছে, তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্রিক উদ্যোক্তা সংস্থাগুলো শীঘ্রই ভীড় জমাবে এই সিঙ্গাপুর সিলিকন ভ্যালিতে।

বাংলাদেশ

তথ্য প্রযুক্তির দৌড়ে বাংলাদেশের অবস্থানটি তথ্য ও উপাত্তের অভাবের কারণে তেমন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা চলে, দৌড়ে বাংলাদেশ তেমন সম্ভাবনাময় শক্তি না হলেও, অন্ততঃ স্টার্টিং মার্কটুকু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। স্বীকৃত, অস্বীকৃত, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে বিভিন্ন মানের প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়েছে। কমপিউটার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার এ উদ্যোগের পাশাপাশি যথাযথ ব্যাপ্তির স্থানীয় বাজার ও টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার ব্যর্থতায় কমপিউটার শিল্পপ্রতিষ্ঠার গতি অনেকটা স্থবির হয়ে এসেছে। দেশের আইটি পার্কটি কোথায় স্থাপিত হবে সে ব্যাপারে সরকার এখনো বাস্তবসম্মত কোন সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। পারেনি জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে তা সংসদে পেশ করার উপযোগী করতে। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন প্রবর্তন প্রচলনের ব্যাপারেও একই রকমের ধোঁয়াশা চারদিকে। অথচ তথ্য প্রযুক্তি খাত নিয়ে গত ৩/৪ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে যারা আগামী ছমাস-এক বছরের ভেতরে কর্মযজ্ঞে ঝাপিয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে যাচ্ছে, তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাজের সুযোগ তৈরির কোন বাস্তবসম্মত উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি।

তথ্য প্রযুক্তি পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ও কর প্রত্যাহার, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করার অনুমতি প্রদান— এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির দৌড়ের শুরুতে বাংলাদেশ যে সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলো, যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবে তার অনেকটা এখন অর্থহীন হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

এশিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে পদার্পণ করার স্বপ্ন দেখা এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য অনেকটা বিলাসিতার নামান্তর। কিন্তু তাই বলে বসে থাকলেও চলবে না। যে সিলিকন ভ্যালিতে পৌঁছাতে চাচ্ছে এশিয়ার অন্যান্য দেশ, আমরা যেন অন্ততঃ তার পাদদেশের মাটিতে মজবুত পায়ে দাঁড়াতে পারি সেটাই হতে পারে এ সময়ের বাস্তবসম্মত সাইবার ড্রিম। ●

কেন উইন্ডোজ ৯৮ আপগ্রেড

(৮৭ পৃষ্ঠার পর)

ইন্টিগ্রেটেড অবস্থায় রয়েছে যার ফলে গেমস, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি আরো ডাইন্যামিকভাবে চলবে।

ডিভিডি

সিডি রমের চেয়ে ২০গুণ বেশি তথ্য ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিভিডি টেকনোলজি প্রথমবারের মতো উইন্ডোজ ৯৮-এ এসেছে যার ফলে থিয়েটার কোয়ালিটি ফুল মুভি ডেস্কটপেই উপভোগ করা যাবে।

এছাড়াও পাওয়া যাবে আরো দ্রুতগামী রিয়েলিস্টিক গেমস এবং মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার। ●

Starting at new location CC Training Unit

GRAPHICS DESIGN	CorelDRAW, ADOBE PHOTOSHOP, QUARK XPRESS, ILLUSTRATOR, CAD 2D-3D
OFFICE MANAGEMENT	MS WORD, MS EXCEL, MS FOXPRO, MS POWERPOINT, MS ACCESS
HARDWARE MAINTANANCE	WINDOWS NT 4.0 & WINDOWS 95/98
NETWORKING	WINDOWS NT 4.0 & WINDOWS 95/98
PROGRAMMING	VISUAL BASIC, VISUAL FOX PRO
Accounting Package	AccPac Plus (GL)
Short Course	2D on Corel & 3D on AutoCAD

Next batch starts from 10th August

Limited 4 Person Per Batch
Grading System Evaluation
Project Based Training
Free Software & Guide

Authorised Reseller of Internet Service From Westec Ltd.

contacts...
Home Unit.....
shop# 6 maruf market, (beside mouchak lujicolor) 238/1 new outer circular road, malibag, dhaka 1217.
ccanvas@bdlink.com
Training & CD Unit...
87, new circular road malibag siddheswari (adjacent to KayKraft near mouchak), dhaka 1217.
ccanvas@vasdigital.com
ccanvas@bdlink.com
9345905

Creative Canvas
d.t.p & printing · training · cd Recording · computer sales, service & accessories